মুজিবনগরে অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান আটক ৪

মুজিবনগর এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের ছেলে এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি মোঃ শাহরিয়ার আজম পরাগ (৩০), রায়হান আলীর ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান (৩৫), ভবানীপুর গ্রামের উকিল শেখের ছেলে মোঃ সন্তোষ (৩২) ও শিবপুর গ্রামের আইর উদ্দিনের ছেলে রিপন (২৭)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে যৌথবাহিনির একটি টিম শিবপুর গ্রামের কুশকরালী মাঠে অনলাইন জুয়াড়ি লিপুর বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর একটি দল ওই বাগান বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে চার ব্যক্তি আটক হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ফেনসিডিল ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে। তবে, তাদের মোবাইল ফোন চেক করে অনলাইন জুয়ার তথ্য মেলেনি। আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের সুপারিশেই মাদার গ্রেফতার হয়নি

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশ থাকায় অনলাইন জুয়ার গডফাদার মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টারকে পুলিশ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন সরাসরি অনলইন জুয়াড়ীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিতেন বলে তিনি অনেককেই গ্রেফতার থেকে বাঁচিয়েছেন। তার অন্যতম মাদার আলী। মেহেরপুর প্রতিদিনে তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় তাকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি বীরদর্পে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

এনিয়ে ওই সময় পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলেও তা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। পুলিশের এক কর্মকর্তা অনলাইন জুয়ার দুর্গে অভিযান চালানোর ওই সময় মেহেরপুর প্রতিদিনকে এমনটি জানিয়েছিলেন। জেলা পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ সুপারকে ফোন করে মাদার মাস্টারকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণে পুলিশের কাছে দেওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টের জবানবন্দীতে মাদার মাস্টারের নাম থাকলেও পরে সে নাম কেটে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে তিনি আরও বলেছিলেন, মাদার আলী মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাম হোসেন মিলু মুলত অনলাইন জুয়ার মূল পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের ডান হাত। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে মাদার আলী মিলুকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা করতেন। সবসময় মিলুর পাশাপাশি থাকতেন। এরকম বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। এমনকি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পাশে দাড়িয়েও অনেক ছবি তাকে ফেসবুকে দিতে দেখা গিয়েছে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মাদার আলীকে পুলিশ গ্রেফতার না করলেও তার ছেলে দেশের অনলাইন জুয়ার সেকেন্ড ম্যান খ্যাত মোস্তাক নাহিদ অনিককে দুই সহযোগীসহ পুলিশ ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে।

অনিককে আটকের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক্স বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বও মেহেরপুর প্রতিদিন ‘মাদার-নুরুল-জামান-মুকুল অনলাইন জুয়ার গডফাদার’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদের পরপরই মাদার আলী মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ছুটে আসেন। প্রথমদিকে অনলাইন জুয়ার কথা অস্বীকার করলেও এক পর্যায়ে স্বীকার করেন তিনি অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন।

কে এই মাদার আলী
মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডান হাত মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন মাদার আলী। ছোট একটা চাকরি করলেও কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে তার ছেলে পুলিশের কাছে আটক হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

দুই বছর আগে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের মধ্যে ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত

কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পুলিশ গ্রেফতার করলেও এই চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো মাদার আলীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলমের সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তাদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যে কোন সময় তাদের গ্রেফতার চালানো হবে।

ক্যাসিনো গডফাদার মিলু ও ক্যাসিনো সম্রাট বাঁধন কোথায়?

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার গডফাদার মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ও তার ভাতিজা ক্যাসিনো সম্রাট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন আত্মগোপনে রয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এলাকায় তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনলাইন জুয়া ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এই দুই চাচা-ভাতিজা।

অনলাইন জুয়ার অপরাধে প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও

থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি তিনি।

এই দুই চাচা-ভাতিজার দুর্নীতির আদ্যপান্ত খুব শীঘ্রই মেহেরপুর প্রতিদিন প্রকাশ করবে।

ঝিনাইদহে গ্যাস বাবুর মোবাইল উদ্ধার কাজে ডিবি প্রধান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার আসামি শিমুল ভূঁইয়ার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধারে ঝিনাইদহে অভিযান চালাচ্ছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের তদন্তকারী একটি টিম।

আজ বুধবার (২৬ জুন) সকাল থেকে শহরের পায়রা চত্ত্বরে গাঙ্গুলী মিষ্টান্ন ভান্ডারের পেছনের একটি পুকুর ঘিরে রাখে পুলিশ। সেখানে ক্রাইম সিন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। ঢাকা থেকে মামলার তদন্ত

কর্মকর্তা ডিবির সহকারী কমিশনার মাহফুজুর রহমানসহ ১০ ডিবি সদস্য এসেছেন।

এছাড়া ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশিদ হেলিকপ্টার যোগে ঝিনাইদহে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন জেলেকে পুকুরে নামিয়ে মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুয়েল ইসলাম।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে পুকুরে মোবাইল উদ্ধারের জন্য ঝিনাইদহ কারাগার থেকে ঘটনাস্থলে আনা হয় আওয়ামী লীগ নেতা কাজী কামাল আহমেদ বাবুকে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে কাশিমপুর কারাগার থেকে ঝিনাইদহ কারাগারে স্থানান্তর করা হয় তাকে।

এদিকে সকাল থেকে ঝিনাইদহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোবাইল উদ্ধার না হলে অভিযান অব্যাহত থাকবে কি না বা পরবর্তীতে অন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা মিডিয়ার সামনে তা জানান হয়নি। তবে মোবাইল উদ্ধারের কাজে ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২৫ জুন) দুপুরে ঢাকার মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) হারুন অর রশিদ বলেছিলেন, এই মোবাইলগুলো দিয়েই আনার হত্যার মূল ঘাতক আমানুল্লাহ ওরফে শিমুল ভূঁইয়া গ্যাস বাবুর সঙ্গে অসংখ্যবার কথা বলেছেন। এছাড়া, অসংখ্য মেসেজ তারা আদান-প্রদান করেছেন। মোবাইলগুলোতে ডিজিটাল তথ্য-উপাত্ত আছে বলে মনে করছি। না হলে গ্যাস বাবু মোবাইলগুলো পানিতে ফেলে দেবেন কেন? মোবাইলগুলো পেলে মামলার তদন্তে অনেক সহায়তা হবে। সেজন্য মোবাইল উদ্ধার করা অনেক জরুরি।

প্রসঙ্গত গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে ভারতে যান এমপি আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরের দিন চিকিৎসক দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে নিখোঁজ হন আনোয়ারুল আজীম। এর পাঁচ দিন পর গত ১৮ মে বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। গত ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন

এলাকায় সঞ্জীভা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত তার মরদেহ সনাক্ত করা যায়নি

মুজিবনগরে অস্ত্র ও গুলিসহ ৫ জন আটক

একটি বিদেশী পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও পিস্তলের ম্যাগজিনসহ ৫ সন্ত্রাসী ও জুয়াড়ি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের পায়খানার ট্রাংকীর ভিতর থেকে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিস্তুল, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করেন।

আটকরা হলেন, শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাজুল শেখের ছেলে ওই বাড়ির মালিক শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখ (২২), তার অপর ৪ সঙ্গী একই উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল শেখের ছেলে প্রিন্স শেখ (৩৪), সিরাজুল ইসলামের ছেলে শাহিন রেজা (২৪) যশোর কোতোয়ালী উপজেলার ঝুমঝুমপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে রাজন হাসান (২৯) ও শফিকুল ইসলামের ছেলে আলামিন (৩১)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শিবপুর গ্রামের শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিবপুর গ্রামে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড শেখ বিজয়ের বাড়িতে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্বল দত্তের নেতুত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ যুবক কে আটক করে। এসময় বাড়ির নির্মাণাধীন ট্যাংকির ভিতর থেকে একটি বিদেশী নাইন এমএম পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও এক রাউন্ড গুলি, ৫টি মোবাইল উদ্ধার এবং একটি প্রাইভেটকার আটক করে।পরে তাদের আটক করে মুজিনগর থানায়

নিয়ে আসে পুলিশ।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান সাংবাদিকদের বলেন, শেখ বিজয় অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে এর আগে কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হয়। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যশোর জেলার দুই যুবক সহ ৫ জনকে আটক করে। এসময় তাদের স্বীকারক্তি অনুযায়ী ১টি পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন, ১ রাউন্ড গুলি, একটি প্রাইভেটকার ও ৫টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় একজন পালিয়ে যায় তাকে ধরতে পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম মাঠে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের অবস্থান হতে পারে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সাইবার ক্রাইম আইনে মুজিবনগর থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নাসির শাহ গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নাসির শাহ (২৬) কে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

সোমবার রাতে ডিবির এস আই মনিরের নেতৃত্বে পুুলিশের একটি এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডিবির এস আই উত্তম, এস আই আশিক অংশ নেন। নাসির শাহ গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে ২০২২ সালের ২০ আগষ্ট অনলাইন জুয়া পরিচালনার অপরাধে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। যার মামলা নম্বর-১১। তিনি অনলাইনজুয়ার অন্যতম এজেন্ট নুরুল মাষ্টারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন বলে তথ্য রয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

অভিযানে ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলাম, এস আই অরুন কুমার দাস, এস আই মনিরুজ্জামান মিলন, এস আই কাজী মহসিন অভিযানে অংশ নেন।

ডিবির এস আই অরুন কুমার দাস বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় আসামিদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আসামীদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং একই সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শোন এরেষ্ট দেখানো হয়েছে। আদালতের আদেশ পেলে তাদের রিমাণ্ডের আবেদন করা হবে।

অনলাইন জুয়ার আরও সংবাদ পড়ুন

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

বিকাশকর্মী থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক আনোয়ার,নেপথ্যে অনলাইন জুয়া

মেহেরপুরে অতিরিক্ত আইজিপি পরিচয়ে প্রতারণার দায়ে যুবক আটক

পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপির পোশাক পরে ছবি ফেসবুক প্রোফাইলে দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪) নামের এক প্রতারককে আটক করেছে মুজিবগনগর থানা পুলিশ।

মাহফুজুর রহমান জয় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান ডাবলুর ছেলে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মোনাখালী বাজারের ঈদগাহ মাঠে অভিযান চালিয়ে মাহফুজুর রহমান জয়কে আটক করেন পুলিশ। মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এইতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মাহফুজুর রহমান জয় নিজেকে পুলিশেরউর্দ্ধতন কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের সাথে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্নপ্রতারণা করে আসছিলেন । তিনি আরও বলেন, মাহফুজুর রহমান জয়ে’র ব্যবহৃত মোবাইল ফোন জব্দ করে তার মোবাইলের গ্যালারিতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পোশাক ও র্যাংক ব্যাজ পরা বিভিন্ন ছবি পাওয়াগেছে। এছাড়া আসামীর তার ফেসবুক এ্যাপে মো: মাহফুজুর রহমান (জয়) নামে আইডি লগ-ইন করা প্রোফাইলে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপির পোশাক পরা ছবি পাওয়া যায়। তার ফেসবুক আইডিতে পুলিশ পরিচয়ে বিভিন্ন পোস্ট পাওয়া যায়। সে নিজেকে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিচয় দিত। সে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মবেশধারণ করে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক ও প্রতীক পরার অপরাধ সংগঠনের চেষ্টা করার অপরাধ করেছেন। এ

ঘটনায় মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার বাদী হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মুজিবনগর থানার মামলা নং-১১,তারিখ-১৪/০৮/২০২৩, দণ্ডবিধি ধারা- ১৭০/১৭১/৪২০/৫১১ । তার বিরুদ্ধে পূর্বে অনলাইনজুয়ার অভিযোগে মামলা চলমান রয়েছে।

আজ সোমবার গ্রেফতারকৃত আসামীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফেঁসে যাচ্ছেন শীর্ষ এজেন্ট জামান-নুরুলসহ অনেকে

শামিম রেজা ওরফে শেখ বিজয়কে আটকের পর নতুন করে আবারও আলোচনায় অনলাইন জুয়া। শেখ বিজয়ের দেওয়া স্বীকারোক্তিতে আবার ফেঁসে যাচ্ছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা জামান মাষ্টার, নরুল মাস্টারসহ ৬ শীর্ষ এজেন্ট। শেখ বিজয়ের আটকের পর পুলিশের এজাহার থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। গত ১১ আগষ্ট মুজিবনগর থানায় এস আই খালিদুর আশিক বাদি হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩০(২)/৩৫ ধারায় শেখ বিজয়সহ অজ্ঞাত ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর-১০।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবার কতিপয় অসাধু

সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভের জোগসাজোশে অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট, গেস মেলবেট সাব- এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন করছে।

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয় তার তিনতলা বিল্ডিংয়ের উপরে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধভাবে সংগৃহিত বিকাশ এজেন্ট নাম্বার ০১৪০৩-৪১৮৯৬২ এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন করছে এমন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে থেকে তিনটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সীম উদ্ধারসহ শেখ বিজয়কে আটক করা হয়। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে শেখ বিজয় জানায়, সে একজন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে।

তার সহযোগী অনলাইন জুয়ার ব্যবসায়ীক পার্টনার হিসেবে রশিকপুর গ্রামের মোঃ তরিকুল ইসলাম (২৭) তার স্টেনলি মেইন বিকাশ নামের চ্যানেলটি বিগত ১ বছর আগে কোমরপুর গ্রামের জামান মাস্টার এর নিকট থেকে ৫৭ লাখ টাকায় ক্রয় করে।

শেখ বিজয়ের নিকট থেকে জব্দকৃত ফোনে ব্যবহৃত টেলিগ্রাম, স্কাইপি, ই-মেইল এবং ফোনের গ্যালারি পর্যালোচনা করে আসামীর অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে বিভিন্ন সময়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয়ের তথ্য পাওয়া যায় এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি পরবর্তীতে ইউএসডিটি’র রুপান্তরের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত ভিভো ভি২৭ই মডেলের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত রেড্ডি এ্যান্সে এবং ক্রোম ব্রাউজারের তথ্য পর্যালোচনা কেও ওয়ান এক্স বেট, গেস মেইল বেট এর অর্থ পরিচালনাকারী ওয়েবসাইট এ প্রবেশের তথ্য পাওয়া যায় এবং মেলবেট এ ইউএস ডলার জমাদানের তথ্য পাওয়া যায়।

এজাহােও আলো উল্লেখ আছে, আসামী শখ বিজয় কে আরও জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানায় যে, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের জামান মাস্টার, গোপালপুর গ্রামের নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, কোমরপুরের মিঠু, সাহেবপুরের আরিফ, কোমরপুরের মুকুল, শিবপুরের লিপু গাজীসহ অনেকে অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট গেস মেলবেটসহ রাশিয়া ভিত্তিক বিভিন্ন জুয়ার সাইটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিলো। ওই প্রতিবেদনের পরে জামান, নুরুল, মুকুল বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে চলছিলো। পাঠকদের জন্য ওই প্রতিবেদনটি আবারো প্রকাশ করা হলো।

অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের নাম এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদে কিংবা পুলিশের তালিকায় উঠে আসেনি। ওইসকল নামগুলো যাচাই বাছাইয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান চলছে। অনলাইন জুয়ার এ সকল মাস্টারমাইণ্ডরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে দেদারছে বুকফুলিয়ে জুয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার স্বীকারোক্তী থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

চার হোতাদের মধ্যে নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার ও নুরুল ইসলাম মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার মাস্টার নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

নুরুজ্জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন।

বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও। কয়েক মাস আগে তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছিলো। অজানা কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। তবে মাস খানেক আগে তার ব্যাংকে গিয়ে তার সাথে কথা বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তিনি বলেন, জুয়া কি জিনিস আমি জানি না। কিভাবে বা কারা এসব খেলে তাও জানিনা। কিন্তু বিভিন্ন জন এই ব্যাংক দেওয়ার পর থেকে আমাকে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। এর আগে পুলিশও আমাকে সন্দেহ করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বলে তিনি স্বীকারও করেন।

নুরুল ইসলাম মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকার বাসা ভাড়া থেকে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলো।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, জামান মাস্টার ও নুরুল মাস্টারের অর্থনৈতিক অবস্থা হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মত হয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। এবং মাদার মাস্টারের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ করে এই তিনজনের আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছে।

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আবারও আটক

অনেক ধড়পাকড়ের পরও এখনো সক্রিয় রয়েছে অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা। নতুন করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আবারও আটক করার পর থেকে বিষয়টি আবার সােমেন এসেছে।

গতকাল শুক্রবার ভোরের দিকে তাকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত মোবাইল ও চ্যানেলসহ আটক করে পুলিশ। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার সময় থেকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় টিমি তার বাড়িতে অভিযান শুরু করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট হতে স্টেনলি মেইন, ওয়ান এক্স বেট নামক অনলাইন জুয়া চ্যানেল ও এজেন্ট সীমসহ ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।